শ্রীশ্রীদুর্গামাতার শরণম্

তুষলী সঙ্গীত

পৌষ পার্ব্বন উপলক্ষে

(বিভিন্ন জেলার)

* তুষলার গান *

তুষলা গো রাই
তোমার দৌলতে আমরা ছুবুড়ি পিঠা খাই
ছবুড়ি পিঠা খেয়ে গঙ্গা সাগর যাই
গাঙ্গের জলে রাঁধি বাড়ি সাগরের জল খাই।

প্রণেতা—শ্রীঅসিতচন্দ্র কর্ম্মকার

বিক্রেতা ও প্রকাশক—শ্রীনিমাইচন্দ্র রক্ষিত
বাঁকুড়া—চকবাজার
৩০শে অগ্রহায়ণ

মূল্য—২০ পয়সা মাত্র

ছড়া

(দেশ ভেদে ভিন্ন নিয়ম)

১। তুষলা গো রাই তোমার দৌলতে আমরা
ছবুড়ি ঘুটে পাই।

২। তুষলাগো মাই ছ'বুড়ি ল বুড়ি ঘুটি ন'টি লাড্ডু
পাই

৩। তুষলা গো রাই, সব ঠাকুরকে লাড্ডু দিলাম
তোমার কটি চাই.

পাঁচটি নাড়ু— ন'টি নাড়ু যে যার নিয়ম আছে
ছ'বুড়ি পিঠা খেয়ে যেন ধনপুত্র বাঁচে

৪। চাঁপা গেঁদাটি তুলতে গেলাম তুষলা মায়েরতরে
তার তলাতে হরগৌরী সবাই নৃত্য করে।

৫। ছাঁচা কোলে দুর্বা ঘাসটি লক লক করে
আজ আমাদের কি সৌভাগ্য শিবদুর্গা ঘরে গো

১নং গীত

তুষুর স্তুতি পুজা

হিন্দু রমণীদের ব্রত সংগীত

তুষলী এয়োরাণী এয়তি ভাগ্যমানী.
তুমি শক্তি স্বরূপিনী সতী সাধ্বী কল্যানী
পুজি তোমার চরণ দুখানি।
তুষ তষলা কাঁধে ছাতি, বাপমার ধন যাচাযাচি
স্বামীর ধন নিষ্পতি, করজোড়ে কর স্তুতি,
ঘর করবো নগরে ধরবো গিয়ে সাগরে
জন্মিব উত্তম কুলে ব্রাহ্মণের ঘরে।

তুষলী গো রাই তোমায় পূজিয়ে আমি কি বর পাই
আমার গুরু বাপ চাই ধন সাগরে মা চাই
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই দরবার শোভা বেটী চাই।
সিঁথির সিন্দুর দপ্‌দপ করে হাতের লোহা
ঝক্‌ঝক্ করে।
ছ, বুড়ি ছটী ক্ষীরের নাড়ু শাঁখের আগে
সুবর্ণর ঘাড়।

শেষ মন্ত্র

আজ থাক মা নন্দরাণী আনন্দ হয়ে
কাল তোমাকে পূজব আমি, এক সাজি ফুল
মুড়ি মুলা দিয়ে।

৩নং গীত

(গড়িলাদের সুর)

রাত পোহাল ডাকছে কোকিল ফুল তুলিতে যাই চল
যুঁই চামেলি চাঁপার কলি বেল, বেলা গেন্দা ফুল
তুষলা পূজিব আমরা যতেক রমণী কুল।
ফুলের গহনা, ফুলহার তাগা বালা কানের দুল :
থালা ভর্ত্তি শীতল দিব সঙ্গে দিব মুলা ফুল॥
বাড়ীর ভিতর কলা বাগান তুষু খেলা রেক গো.
খেলনা, খেলনা তুষু শাঁখা ভেঙ্গে যাবে গো.
তোমার মা যে অভাগিনী শাঁখা কোথায় পাবে গো,
ঘরকে এলে সুরু শাঁখা তাও মনে লাগবেনা।
শাঁখারিরা শাঁখা কাটে কাটে গো কদম কলি
কাটে কত মিহি শাঁখা শাঁখের পদক মাদুলি,

ওদের বাড়ী যাওনা তুযু ভুল করে পান সেজেছে,
ঘুমের ঘোরে ঢুলে ঢুলে এলাচ দিতে ভুলেছে,
ঢাকের বাদ্যে ও তুষলা বাঁকুড়া জেলা বেড়াব,
হাজার টাকার আতস বাজী পরকুলেতেই পুড়াব।

৪নং গীত

(পরকুলের গান)

সংক্রান্তির ঐ নিশি শেষে মকর আসছেন নিতে গো
ভেলায় চলে ও তুষলা কোন সুদূরে যাবে গো
একমাস রাখিলাম মাকে কুঁচির কপাটে গো
আর রাখিতে পারিনাই মা লোহার কপাটে গো।
তের চুড়া ভেলা তুষুর প্রদীপ খলা তাতে গো
অগম জলে হেলে দুলে ভেসে ভেসে যাবে গো
এয়োরাণী ও তুষুধন তোমার কি নাগাল পাব.
তোমায় ছেড়ে মনস্তাপে জোড়া মকর ডুব দিব।

৫নং গীত

আসনষসালে সোনার প্রতিমা

আসনসোলে দেখে এলাম সোনার দুর্গা প্রতিমা.
অপরূপ তার কারুকার্য্য আশ্চর্য তার ভঙ্গিমা।
দলে দলে নরনারী গো কাজ ফেলি যায় দেখিতে,
ছেলে বুড়োয় নাইকো বিচার, যে পারে আগে যেতে
বাংলা দেশের এমন শিল্পী গো শ্রদ্ধায় মাথা যায় ছুয়ে,
এমন সুন্দরভাবে তৈরী তা বাতাসেতে যায় হেলে।
কত দেশ বিদেশের মেয়ে পুরুষ গো আসে দেখিবার তরে

রাসে ট্রেণে ভীড় কমে না লোক ধরেনা সহরে।
আবার দিল্লী গেছে প্রতিমাটি গো আসানসোলে
ফাঁকা করে,
শুনরাম রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দিল আদিত্য মালাকারে।

৬নং গীত

বলি ও তুয়ু ধন
কি আনন্দে পূজিছে কোরে যতন
এ বৎসরের বাজার মন্দা সদাই নিরানন্দ মন,
যখন এসেছ আনন্দময়ী এ দুঃখ কর মোচন।
জিনিষ পত্রের দর বেড়েছে পাকিস্থান যুদ্ধের কারণ
বাংলা দেশে দলে দলে শরণার্থীর হয়েছে অগমন
চাকরীর বাজার নো ভেকেন্সি ব্যবসাতেও বসেনা মন
শুধু দলে দলে টী ষ্টলে আড্ডা মারি সর্বক্ষণ।
তাই মনের দুঃখে বহু কষ্টে তুষু সঙ্গীত করেছি বচন,
যদি দয়া করে বেকার ভেবে, কেনেন কোন সুধীজন
তোমারি উৎসবে যত ভদ্র ভদ্রা সর্বজন,
মিটাতে মনের আশা, ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।
গৃহস্থ আর দোকান প্রসার সকলেতে চায় এখন,
সাড়ী ধুতি জামা চাদর গুড়ি গুড়ের প্রয়োজন

৭নং গীত

বাদাবাদি (বীরভূমের গান)
ওলো এচ্‌কা ছুড়ি
বারণ করি করিস না বাড়াবাড়ি।

সঙ্গীগণ ভূতপেত্নী সঙ্গে আছে সাতকুড়ি।
মুখ সামালে কইবে কথা. নৈলি খাবি ঝাঁটার মুড়ি
কাছে এসে হাত নাড়িস না দাঁত দেখিয়ে একবুড়ি
মস্কো তুলে কইলে কথা গায়ে লাগে থুথুকুড়ি
ভিক্ষা মেগে মরিস তুষু ঘরে নাই একটি কড়ি।
তোরো আমসী পারা মুখের কেতা ছিঃ ছিঃ লো
গলায় দড়ি

৮নং গীত

মাথা বাঁধা (পুরুলিয়ার গান)

ওসই আর বলিস না মাথা বাঁধার ফ্যাসান দেখে
বাঁচিনা
ছুড়ি হয়ে বুড়ি হলেম তিনগুছি বই জানিনা
হরেক রকম মাথা বাঁধা কত যে নাম যায় শোনা
ফিরিঙ্গি আর উপর ঝুটি মেম ক্ষেপা তা শুনিনা,
তিরীশ গুছি পঞ্চাশ গুছি একশ গুছিও আটেনা
এখন বাঁকা সিতায় সিন্দুর পরে সোজা সিতায়পরেনা
নূতন নূতন চুলের বহর সিনেমাতে যায় দেখা
আবার নকল চুলে টেশেল বাঁধে ফাঁচট হলে বুঝবি মজা

৯নং গীত

বাঁকুড়ার গান (মহিলা সুর)

মলিন কেন মুখ শশী, ও তুষুধন কও কথা
কি হয়েছে মনের বেদন, বল কি মনের ব্যথা
মকর আসছে তোমায় নিতে, তোমায় ছেড়ে যাই
কোথা
চাঁউড়ী বাঁউড়ী দুদিন আগে ধরেছে আমার মাথা

এ বৎসরের নতুন তুষু যা'ব কি দেশান্তরে।
আর বৎসরের এমনি দিন দেখা দিও দাসীরে ॥
তুমি গো মা সতীলক্ষ্মী তাই পূজি মা তোমারে
ধনপুত্র বজায় রেখে মরি যেন সাগরে
এ নদী যাই ও নদী যাই কেন নদীতে করি স্নান
সোনার বরণী তুষু হয়ে গেল অন্তর্ধান
ও তুষুলী ও ভুষুলী আমারে কি দিলেন বর
হাতের শাখা সিতায় সিন্দুর স্বামীকে কর অমর
ধনপুত্রে সুখী যেমন নাতি-নাতনাই জুড়ে ঘর
রাজা ধিরাজ হবে জামাই তাই যেন হয় রত্নাকর।

৯নং গীত

বলি ঠাকুরজামাই বাঁকুড়াতে ফিলিম দেখতে
যাওয়া চাই

নতুন নতুন ফিলিম আসছে গো চণ্ডিদাস সিনেমায়
জয় জয়ন্তি খুজে বেড়ায় একে একে গেল চলে
এখন জীবন জিজ্ঞাসা যাব উত্তম সুপ্রিয়াকে দেখববলে
ছেলে পিলে নেবনা সঙ্গে গো দু'জনেই যাব চলে
আবার নতুন ফিলিম দেখব মোরা চণ্ডিদাস সিনেমাহলে

১০নং গীত

তুষুর ভাসান

তুষলী গেল ভেসে, বাপ মা এল হেসে
শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী পুত্র সকল এস হেঁসে
সোনার ভেলায় বসে তুসলী গেল ভেসে
ধন দৌলত টাকা কড়ি সকল এল হেসে

১১নং গীত

তামাক মাহিত্য

ও সই তামাক বিনে।
দশবার করে মুখ ধুই বল কেমনে ॥
ভাত না খেলেও থাকতে পারি গো মুস্কিল হয়
তামাক বিনে
এমন কঠিন সেই মজেছে যে ফেলেছে বদনে
সকাল হতে সন্ধে তক্ক গো তামাক কৌটা আছেসনে
ছেলে বুড়োর নাইকো বিচার সবায় লাগায় বদনে
একদিন না পেলে তামাক গো যমে এসে ঘাড় টানে
জগৎ শুদ্ধ তামাক ভক্ত নত তামাক চরণে।

১২নং গীত

নিশিপদ্মের গান

(না-নানা আজ রাতে আর···)

না-না না
কা'ার সনে আরতো পিরিত করব না
দেখেছি কদম তলাতে বসে বাঁশী বাজ য় সে,
বঁাশীতে রাধা রাধা নাম বলে ডাকে
বুঝলে ললিতে আর কোন দিন যমুনাতে যাব না
কাঁকে কলসী লয়ে ছল করিয়ে যাই যে যমুনায়
দেখি শ্যাম দাঁড়িয়ে বাঁশী হাতে কদম্বেরই ছায়.
আমি তারে হেরি লাজে মরি পারিনা জল আনিতে
বুঝলে ললিতে-আর কোনদিন জল আনিতে যাবনা
ঘরে আছে ননদিনী খোঁজ রাখে মোর সদা
সে যে কালার সনে নিধুবনে দেখেছিল একা
তাই ভয়ে ভয়ে ঘরেতে পারিনা কিছু বলিতে
বুঝলে ললিতে—তুমও না আসিওনা
না না না বাঁশী শুনে আর কোনদিন যমুনাতে যাবনা

শুশুনিয়ায় জল আনা
ভোলেবাবা

ও সই তব সহেনা
শুশুনিয়ায় জল আনি চল যাইনা
ছেলে বুড়ো সবাই যাচ্ছে লো
আমরা কেন যাবনা।
জল লইয়ে নেচে নেচে লো
আসব হিন্দী গান করে।
আবার পাড়ার ছেলে রইবে সাথে
ভয় করিনা সই কাহাকে।
মাটির ভাঁড় আর কমদামী বাঁক
নিয়ে যাব সঙ্গে করে
আনব পিতলের ভাঁড় সাজানো বাঁক
আসব যখন বাড়ী ফিরে।

বিদায়

আমার তুষু ধনেরে
বিদায় তোরা দিবিলো কেমনে।
কেমন করে থাকব ঘরে লো ধৈর্য্য ধরে পরাণে
আমার বিদায় দিতে মন সরেনা তিল শান্তি নাই প্রাণে
শ্বশুরবাড়ী যাবে চলে লো সকালে ছ'টার ট্রেণে
একটি বছর কেমন করে থাকব লো অদর্শনে
দিব্যি করে বলছি তোদিকে লো আমার কথা শুনে কানে
তুষুমণি চলে গেলে বঁচব না লো জীবনে

তারামা

ওমা জলেশ্বরী
অত দূরকে আর যেতে নারি
এখান থেকেই তোকে গড় করি
ধন্য মা তুই ধন্য তোরই জলে
জানিনা মা এমন ধরণ তোর জলেতে চলে
মায়ে জারে তামাসা করে
ছায়েও তারে করে
মেয়েরা আবার এমন ধরণ
জড়িয়ে ধরে তারে
প্রণাম করি তোকে মাগো
তোর জলেরই আলো
আমাদের এই গন্ধেশ্বরী
তোর চাইতে অনেক গুণে ভালো।